দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সার্কের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক জোট

ট্রান্সপোর্ট করিডোর গড়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ আট দেশের সমন্বয়ে গত ২১ বছর ধরে গড়ে ওঠা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট 'সার্কের'র মধ্যে একটি নতুন উপ-আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলা হচ্ছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'সাসেক' (এসএএসইসি)। সাউথ এশিয়ান সাব-রিজিওনাল ইকনোমিক কো-অপারেশন। সার্কের মাত্র ৪টি দেশ এর সদস্য। ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল। এই ৪টি দেশের মধ্যে সরাসরি সড়ক, রেল ও নৌযোগাযোগ অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট করিডোর গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সাসেক গঠন করা হয়েছে। আর এর পেছনে অর্থ যোগাচ্ছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। মূলত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতকে তার উত্তর-পূর্বের ৭ রাজ্যের সেভেন সিস্টার্স সহজে মালামাল পরিবহনের সুযোগ দিতেই সাসেকের সৃষ্টি। বিষয়টিকে একটু ভারসাম্যপূর্ণ করতেই এর মধ্যে সুকৌশলে নেপাল ও ভুটানকে টেনে আনা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ও নেপাল-ভুটান যাতে ভারতের ভেতর দিয়ে সড়ক বা রেলপথে পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানে সহজে মালামাল পরিবহন এবং বাজার সম্প্রসারণ করতে না পারে সেজন্য সার্ক ট্রান্সপোর্ট করিডোরের দিকে না গিয়ে ভারত সাসেক ট্রান্সপোর্ট করিডোরের ওপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার গত সার্ক সম্মেলনের দু'সপ্তাহ আগে 'টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্ট করিডোরস ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রোজেক্ট (টিও নং-৪৮২১/বিএএন) নামে একটি সমীক্ষা প্রকল্প চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছে। ৮ কোটি ১৪ লাখ টাকার এই সমীক্ষা প্রকল্পে এডিবি দেবে ৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এডিবি জাপান সরকারের স্পেশাল ফান্ডের টাকা এখানে ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিককালে ভারতে জাপানের যে ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সার্কের মধ্যে উপ-আঞ্চলিক জোট

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগ হয়েছে তার উৎপাদন এসব অঞ্চলে দ্রুত স্থানান্তরকরণের লক্ষ্যেই এডিবির মাধ্যমে জাপান এই অর্থ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই প্রকল্পের পূর্ণ তত্ত্বাবধান করছে এডিবি। এ ব্যাপারে গত ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং গত ১৮ মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১০ মাসে এই সমীক্ষা প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে এবং এরপর এডিবির ঋণে সংশ্লিষ্ট সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, রেলসড়ক ও রেলসেতু উন্নয়নের মূল প্রকল্প তৈরী এবং তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশে ১৫টি ট্রান্সপোর্ট করিডোর এবং কাস্টমসের সুযোগ-সুবিধারও উন্নয়ন করা হবে। এ জন্য একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপও গঠন করা হয়েছে। আর সমীক্ষা প্রকল্পটির কাজ করছে ভারতের এসটিইউপি কনসালটেন্ট। এর সাথে সহযোগী হিসেবে রয়েছে ব্রিটেনের ম্যাক্সওয়েল এবং বাংলাদেশের আরএমসি (রুরাল ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্স)। ভারতে যেসব হেভি রেল ওয়াগন এবং হেভি ট্রাক চলাচল করে তা বাংলাদেশে দুর্বল মহাসড়ক ও রেলসড়ক ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় ৭ রাজ্যে নিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট সড়ক ও সেতুর কি কি উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং সহজে ও দ্রুত পণ্য ছাড় করতে স্থলবন্দরের কাস্টমস বিভাগেরও কি কি পরিবর্তন করতে হবে সে সম্পর্কে সমীক্ষা চালাতে ও রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে এই প্রকল্পটিতে। তাছাড়া এসব ট্রান্সপোর্ট করিডোর দিয়ে এক দেশের পণ্য সরাসরি পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য দেশে-অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার ফলে কোন দেশের কি পরিমাণ বাণিজ্য বাড়বে ও লাভ হবে সে ব্যাপারেও সমীক্ষা চালাতে বলা হয়েছে। কিভাবে এক দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সাথে অন্য দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় করা হবে তাও সমীক্ষা রিপোর্টে তুলে ধরা হবে। কোন কোন স্থল বন্দরের কি পরিমাণ উন্নয়ন করতে হবে, আন্তঃদেশীয় বা আন্তঃআঞ্চলিক পণ্য পরিবহন বৃদ্ধিতে কোন কোন বন্দরের সম্ভাবনা সর্বাধিক ও ভবিষ্যতে বেশী ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কোন বন্দরের নিরাপত্তার সমস্যা কতটুকু, কোথায় কোথায় রেল সংযোগের ও সেতুর উন্নয়ন কিংবা পুনঃ নির্মাণ করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে রিপোর্টে উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছে

এর সাথে অন্যান্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে টেকনাফ-মায়ানমার রুট এবং সংশ্লিষ্ট বন্দরের সম্ভাবনা ও উন্নয়নের বিষয়টি যাচাই করে রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের যেসব স্থলবন্দর করিডোর ও মহাসড়ক এই সমীক্ষার আওতায় থাকবে সেগুলো হচ্ছে- পেট্রাপোল-বেনাপোল ক্রসিং পয়েন্ট, যশোর-খুলনা-মংলা-ঢাকা-চট্টগ্রাম- সিলেট-তামাবিল-আখাউড়া মহাসড়ক, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর, বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, বিবির বাজার, দর্শনা, বিরল, বুড়িমারী, হালুয়াঘাট, ভোমরা, মোগলহাট, ফুলবাড়ী, আখাউড়া ও তামাবিল স্থলবন্দর। নৌপথ ও নৌবন্দরের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন, চালনা, রায়মঙ্গল, খুলনা, মংলা, কাউখালী, বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, আরিচা, সিরাজগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ, চিলমারী, ধুলিয়ান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন রুটসমূহ। এছাড়া রেলরুটের মধ্যে রয়েছে- বেনাপোল, দর্শনা, যমুনা সেতু লিংক, বিরল, রোহনপুর, মোগলহাট, খুলনা, আখাউড়া এবং শাহবাজপুর। বাংলাদেশের এসব বন্দর করিডোর ও রুটগুলোকে কেন্দ্র করে একইভাবে ভারত, নেপাল ও ভুটানেও পৃথক পৃথক সমীক্ষা চলছে বলে জানা গেছে।